ISSN 2250-3595

RESEARCH JOURNAL OF RADHAMADHAB COLLEGE

Volume - VI, Issue-XI

Peer Reviewed Journal

Editor : Dr. Surjyasen Deb

Published by :

RESEARCH & PUBLICATION CELL
Radhamadhab College
NAAC Accredited (2nd Cycle)
Silchar - 788006 (Assam)

2021

Contents

Pages

Editorial

- Grassroot Administration and Female Identity 1
  - DR. ARUNDHATI DUTTA CHOUDHURY
- Globalization and its Impact on Libraries 9
  - DR. SONALI CHOUDHURY
- Effectiveness of Welfare Measures and Assam Assembly Election (2016) 17
  - DR. MOFIDUR RAHMAN
- Global Warming as an Epiphenomenon of Scientism: A Dig into Transhumanism and its Moral Evaluation 26
  - SWARNALI ROY CHOUDHURY
- Spread and Extent of Entrepreneurship among College going Students of Silchar 35
  - SAMEER GOSWAMI & JAYASHREE DAS
- A Contrastive Analysis of Manipuri and Bengali Syllable Structure 49
  - CH. MANI KUMAR SINGHA
- Occupational Distributions of Bodos: A Case Study of the Udalguri District (Assam) 55
  - DR. SASTRI RAM KAHARI
- Impact of Mass Media on Students' Academic: A Study 64
  - DR. SANTOSH BORAH
- সুরমা-বরাক উপত্যকার ধামাইল গান : একটি সমীক্ষা 70
  - ড. রমাকান্ত দাস

- বরাক উপত্যকার প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন : একটি সমীক্ষা
  ড. বানব্রত আদিত্য
- রবীন্দ্র ছোটগল্প : সাধারণ মানুষের জীবনালেখ্য
  ড. অমিতাভ গোস্বামী
- বিমল মিত্রের 'মধ্যেখানে নদী' উপন্যাস : প্রসঙ্গ দেশভাগ
  ড. সুচরিতা চৌধুরী
- বৃক্ষতলে অবিনাশী মেঘ
  মমতা চক্রবর্তী
- ঈশানের পুঞ্জমেঘ : দুই কবি ও তাঁদের কবিতা
  ড. রুণা পাল
- বরাক উপত্যকার চা-জনজাতি - সংস্কৃতি : নারীর ভূমিকা
  ড. সন্তোষ আকুড়া
- লোককথা : নীতিশিক্ষা ও মূল্যবোধের আলোকে
  ড. সূর্যসেন দেব
- তিলোত্তমা মজুমদারের 'চাঁদের গায়ে চাঁদ': সমাজ উপেক্ষিত নারীর সমকামিতা
  রূপালী বর্মন
- মহাশ্বেতা দেবী: আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের প্রতিবাদের এক অপরাজেয় মুখ
  ড. স্বাতী দেবরায়
- বরাক উপত্যকা লোককথায় মন্ত্র ও জাদু বাস্তবতা : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন
  ড. মৌসোনা নাথ
- সাহিত্য যখন প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে ওঠে : প্রসঙ্গ ঝুমুর পাণ্ডের গল্প
  নয়ন দে
- বরাক উপত্যকার লোক সংস্কৃতির অন্বেষণে পানিভরা অঞ্চলের কুমার সম্প্রদায়ের ভূমিকা
  উজ্জ্বল কর্মকার

বরাক উপত্যকার প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন : একটি সমীক্ষা

ড. বানব্রত আদিত্য

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে একপটে ধরে রেখেছে। প্রতিটি প্রবাদের শব্দে ও ছাত্র জনজীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অকৃত্রিম সুর সহজ সরল রাগিনীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। লোকায়ত মানব মনের অব্যক্ত ব্যথা-বেদনা অথবা চাওয়া-পাওয়া, যন্ত্রনা-রহস্য স্ফুটবাক্ হয়েছে এই সকল প্রবাদে। শুধু তাই নয়, প্রবাদগুলো প্রান্তিকায়িত মানুষের অস্তিত্ববোধের আকর, তার প্রতিবাদী সত্তার অনাড়ম্বর উদ্ভাসন। জীবনের কঠোরতম সত্য বাস্তবের নির্মোক আড়ালের যবনিকা সরিয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তথাকথিত প্রান্তিকায়িত প্রবাদ রচয়িতারা শহুরে কবি অথবা আধুনিক লেখকের মতো ড্রয়িংরুমের আরাম-আয়াসের বাতাবরণে থেকে বর্ণিল ফাউন্টেনপেন নিয়ে লিখেন নি কিংবা প্রাচীন গাম্য কবিদের মত গাছতলায় বসে খাগের কলম দিয়ে তালপাতা বা ভুজপাতায় লিখেন নি অথবা একবিংশ শতকের লেখকদের মত কি বোর্ড নিয়ে লেপটপে টাইপ করেন নি, বরং সদরে-অন্দরে, হাটে-ঘাটে, জলে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, বাজারে-মাজারে, অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতায় ব্যক্ত করেছেন মননজাত ফসল প্রবাদ-প্রবচন। প্রাত্যাহিক কলহ-বিবাদ, হিংসা-প্রতিহিংসা ঘৃণা-বিদ্বেষ, অনাচার-ব্যভিচার, শত্রুতা-মিত্রতা, ছলনা-শঠতা, প্রেম-ভালোবাসা কোন কিছুই প্রবাদ রচয়িতাদের দৃষ্টি এড়ায় নি। এককথায় প্রবাদগুলি হয়ে উঠেছে জীবনের অনাবিল দর্পণ।

বক্ষ্যমান প্রতিবেদনে আমরা শুধু প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিফলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সম্যক পরিচয় তুলে ধরা চেষ্টা করছি :

রাজনৈতিক জীবন - বরাক উপত্যকার মধ্যযুগের ইতিহাস আমাদের মানসপটে যে রাজনৈতিক অবস্থার ছবি আঁকে, তা বিরামহীন দুর্যোগের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। সে চিত্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নৃপতি, সুলতান ও সামন্তপ্রভুদের কূট চক্রান্ত, আকস্মিক বিদ্রোহ, রাজার পলায়ন, বিদেশী শাসকদের লোভাতুর দৃষ্টি, ও পাপাচরণের আবহে মসীলিপ্ত। আর এই কালিমা কলংকিত ইতিহাসের অন্তরালে শুনা যায়, সংগ্রামমুখর লোকায়ত বৃহত্তর সমাজের নিরন্তর বহে চলার মন্থর পদধ্বনি। প্রবাদে সেই ধ্বনি কখনো সরাসরি বাক্যে ঘোষিত, কখনো বা অর্থের আড়ালে ভয়ে ভয়ে অনুরণিত।

রাজনৈতিক জীবনকে অবলম্বন করে রচিত প্রবাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অধিকাংশ প্রবাদ পারিবারিক সামাজিক জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তবে প্রবাদে সামাজিক প্রেক্ষাপটের আশ্রয়ে নিহিত রয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবন যাত্রার খণ্ড খণ্ড চিত্র। যেমন একটি প্রবাদ :

চাউল ভাজা খচর মচর, তিল ভাজা গন্ধ
রাজার বাড়ি বিয়া, আর টেকা দন্ড।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, প্রবাদটি রচিত হয়েছে এমন একসময় যখন এতদঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই শাসন ব্যবস্থায় জমিদারের প্রবল প্রতাপ ও প্রতিপত্তি ছিল। গ্রামবাসীরা জমিদারকে বলতো 'রাজা' ও তাদের কাছে জমিদার বাড়ি ছিল 'রাজবাড়ি'। জমিদাররা তখন নিজেদের বিলাস-ব্যসন, আনন্দ-উৎসবের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতেন প্রজাদের কষ্টার্জিত অর্থ থেকে। কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলের মোটা অংশ চলে যেত জমিদারের পাওনা মিটাতে। অথচ প্রকাশ্যে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই মনের অবহেলা ক্ষোভ ও অনীহার ভাব থেকেই উচ্চারিত হয়েছে 'রাজার বাড়ি বিয়া, আজার টেকা দণ্ড'।

জমিদার বা তথাকথিত রাজার শাসনব্যবস্থার প্রজারা যেমন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি, তেমনি স্বয়ং রাজার উপরও আস্থা রাখতে পারে নি। প্রবাদে রাজাকে একেবারে অবিশ্বাসী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে —

অস্ত্রধারী অবিশ্বাসীর নিকটে না যাইও।
রাজাকে শৃঙ্গাকে নাহি-বিশ্বাস করিও।

এখানে নীতিকথার মিশ্রণ থাকলেও রাজার প্রতি প্রজার অবিশ্বাস, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিফলিত।

প্রবাদে আবার কখনো কোন বিশেষ রাজা ও তার শাসন ব্যবস্থাকে প্রশংসা করা হয়েছে। সুশাসক অথবা রাজা হিসাবে প্রবাদে উচ্চস্থান লাভ করেছেন শ্রীরামচন্দ্র এবং আদর্শ রাজ্য বলতে স্থান পেয়েছে 'রামরাজ্য'। অযোগ্য প্রশাসন ও আদর্শহীন রাজা হলে জনগণ দুঃখ ও ক্ষোভে এখনো বলে —'রামও নাই, অযোধ্যাও নাই।' অতীতের সুখ ও আনন্দময় জীবনধারার অনুপস্থিতি থেকেই এই আক্ষেপোক্তি।

বরাক উপত্যকা সহ বহু অঞ্চলে ভোটের সময় একটি প্রবাদ বহুলভাবে শুনা যায় — "যেও লংকাত যায়, ওগু অয় রাবণ"। প্রবাদটির আক্ষরিক অর্থ থেকে অনুমান করা যায় এটি প্রাচীন কালের নয় - অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। রাজা, নবাব, সুলতান বা জমিদারি শাসনের বদলে দেশে গণতন্ত্র এসেছে। জনগণই হচ্ছে সেই শাসন ব্যবস্থার চালিকা শক্তি। তারা নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করে সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। অথচ পরিণামে দেখে নির্বাচিত প্রতিনিধি চরিত্রের সঙ্গে রাবণ চরিত্রের হুবহু মিল। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শাসক হয় না, হয় শোষক; অনেকেই সেবক হয় না, — হয় পীড়ক। যে নিজেই রক্ষক সে-ই যখন ভক্ষক হয়ে ওঠে,

তখন প্রজার আর ফরিয়াদের জায়গা থাকে না —

রাজা অইয়া মারে
নালিশ দিমু কারে।

- অবশেষে প্রজা নিজেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দেয় —

রাজা যদি করে পাপ
প্রজার ঘটে মনস্তাপ।

এইভাবে ধীরে ধীরে রাজা কিংবা শাসকের প্রতি প্রজাদের মনে তিলে তিলে সঞ্চিত অবিশ্বাস ও ঘৃণা থেকেই সৃষ্টি হয়ে বিদ্রোহের অনল। প্রজারা যখন চোখের সামনে দেখে রাজকোষের অপব্যয়, খোলামকুচির মত অর্থরাশির হরির লুট তখন প্রজা ক্ষোভে উচ্চারণ করে —

নেতার অয় না ধনে
কুমারে অয় না বলে।

নির্বাচনের প্রাক্‌মুহূর্তে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতির বুলি আওড়ান, আশ্বাসের মিথ্যা ফুলঝুরি ফোটান। কিন্তু প্রতিশ্রুতি শুনে অভ্যস্ত জনগণ এখন আর তাদের গালভরা প্রতিশ্রুতিতে ততটা আশ্বস্ত হয় না। জনগন তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছে এসব মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভনে তাদের অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় না। তাই চরম আক্রোশে জনগণ প্রবাদ কাটে নেতায় আর তেনায় হমান।'

আদর্শ শাসন ব্যবস্থায় দুশ্চরিত্র মানুষের কোন স্থান নেই। যোগ্য শাসকের গুনেই রাজ্যের কিংবা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। অন্যদিকে রাজার অপকর্ম ও দুঃশাসনের ফলে রাজ্য নষ্ট হয়। প্রবাদ রচয়িতা বলছেন —

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট তিরির দোষে ঘর।
দুই হতীনে ঘর নষ্ট দুধে পড়ে না সর।

'দুই সতীন' বা 'স্ত্রীর দোষে' যেমন সংসার নষ্ট তেমনি রাজার দোষে কখনো রাজ্য ছারখার হয়।

তবে একথা সত্য যে, মহৎ রাজা কিংবা সৎন্যায়নিষ্ঠ আদর্শবাদী রাজনৈতিক নেতারা প্রবাদে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহনযোগ্যত প্রবাদে স্বীকৃত হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে প্রবাদে উচ্চারিত হয়েছে -

লংকাত গেলে সব রাবণ অয় না, রাবণ মারে। এই প্রবাদটিই বোধ হয় রাজনৈতিক কালো আকাশের মধ্যে জনগণের একমাত্র আশার আলো - তাদের ভবিতব্যের বেঁচে থাকার স্বপ্ন।

(২) অর্থনৈতিক জীবন (ব্যবসা বাণিজ্য)

বরাক-সুরমা সহ এতদঞ্চলের আর্থ-বাণিজ্যিক পীঠস্থান একসময় সিলেট। সদর সিলেটকে কেন্দ্র করেই মানুষের ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পল্লবিত হয়ে উঠেছিল। স্থলপথে যোগাযোগের

আকর্ষণীয় সুবিধা না থাকায় নৌকাযোগে যাতায়াত ব্যবস্থা চলতো। সিলেটের ব্যবসায়ীদের কাছে নৌকা ছিল যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম —

সিলেটের বেপারী, বড় নাওর কাড়ারী ...।

নৌকাযোগে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী হতো তার মধ্যে ছিল আনারস, কমলা, কলা, কামরাঙ্গা, জাম্বুরা (বাতাবিলেবু), সাতকরা, পান, সুপারি, বাঁশ, বেত, মূর্তা, মছ, শুটকি, সিদল, চুনাপাথর, শিতলপাটি ও বহুবিধ কুটির শিল্প সামগ্রী।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় প্রচুর পরিমানে আনারস উৎপাদিত হতো, এখনো হয়। কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর, মৌলভী বাজারের জলঢুবির আনারসের খ্যাতি এখনো অম্লান। জলঢুবির আনারস তো প্রবাদে উচ্চ প্রশংসিত —

জলঢুবির আনারস

মিঠা তার রস।

এ অঞ্চলের আনারসের খ্যাতি বহু জেলায় ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নোয়াখালির একটি ধাঁধায় সিলেটের আনারসের সপ্রশংস উল্লেখ আছে —

উত্তরেতুন আইয়েরে বুড়ি

জুব্বা জাব্বা লই

হেই বুড়িয়ে দরবার কার

মাঝ খাটালো বই।

— এখানে আনারসের কথা-ই ব্যক্ত হয়েছে। 'উত্তরেতুন' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নোয়াখালির উত্তরে অবস্থিত সিলেট থেকেই যে আনারস আমদানী হয়, তা-ই এখানে সংকেতিত।

আনারসের মতো কমলা ও প্রবাদে স্থান করে নিয়েছে। এককালে বৃহত্তর সিলেট জেলা থেকে প্রচুর কমলা বাইরে রপ্তানি হতো। প্রবাদে কমলা প্রশংসা অর্জন করেছে —

ছাতকর কমলা

ময়মনসিংহর কামলা।

— এখানে সিলেটের কমলার সঙ্গে ময়মনসিংহের মজুর শ্রমিকদের প্রশংসা শুনা যায়। সিলেটের কমলার মিষ্টত্বের উল্লেখ আছে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও।

সুরমা-বরাক উপত্যকার পান যেসব আতিথেয়তার উপাদান তেমনি রপ্তানি বাণিজ্যের সুনাম - 'পান পানি নারী । এই তিনে জৈন্তাপুরী'। পানের দোসর সুপারির জন্য চাপঘাট পরগণা এখনো প্রসিদ্ধ। প্রবাদে আছে —

চাপঘাটি গুয়া। সিলেটি হুয়া।

চাপঘাটের সুপারি ইদানীংকালেও আইজল, মিজোরাম, ইম্পল, এমন কি বার্মা ও বাংলাদেশে রপ্তানী হচ্ছে।

বনজ সম্পদের মধ্যে বাঁশ, বেত ও কাঠ বহু আগে থেকেই বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাঁশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাই, বরুয়া, বেথুয়া, মাকাল এবং পাহাড়ি বাঁশ যেমন মুলি, ডলু, পেচা, মৃত্তিঙ্গা, কপই ইত্যাদি। পাহাড়ি বাঁশ মুলি ও মৃত্তিঙ্গা সম্ভবত স্বল্পস্থায়ীত্বের কারণে প্রবাদে খুব একটা প্রশংসা পায় নি —

মুলি বাশে মুক্তি পাইছে
পার ছাইয়াছে মৃত্তিকায়
ডোম ছাড়ালে রাজ্য পাইছে
ভদ্রলোকের নাই উপায়।

প্রবাদ এখানে মূলত ভদ্রেতর শ্রেণির প্রতি উচ্চবিত্ত ভদ্র সমাজের কটাক্ষ হলেও পাহাড়ি বাঁশের প্রতি একটা অবজ্ঞার ছাপ প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়ি বাঁশের চেয়ে সমতলের বাঁশ ছিল সহজলভ্য এবং গৃহস্থালি কাজে ও বেচাকেনায় অধিক পরিমানে ব্যবহৃত হওয়ায় মানুষ বাঁশের প্রতি অত্যাধিক যত্নশীল ও রক্ষণশীল হয়েছে —

বাশো কৃপণতা / নাইরকলা উদারতা।

বরাক উপত্যকায় যে সকল বেত পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে সুন্দিজালি, রাঙ্গিজালি, গল্লা ও মূর্তা ইত্যাদি। একটি প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীতে আছে 'হেলিয়া দুলিয়া পড়ইন সুন্দিজালির বেত।" এই সকল বেত স্বাভাবিকভাবে জন্মে ও বেড়ে উঠে। এর মধ্যে গল্লা বেত ছাড়া বাকি সবগুলি চিকন, সরু ও লম্বায় বেশ দীর্ঘ। কাঁচা ঘর তৈরির একটি অত্যাবশ্যক উপাদান বেত —

ছনর ছানি / বাশর ঘর
বেতর বান্ধে/মজবুত কর।

বেত দিয়ে কেদারা,আরাম কেদারা, চেয়ার, টেবিল ঝুড়ি, দোলনা, মোড়া, সোফা ইত্যাদি ননা আসবাব পত্র তৈরী হয়। বেতশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শীতলপাটি। মূর্তা নামক গাছ থেকে ছাল বের করে সিদ্ধ করে সরু বেত বানিয়ে মিহি করে বুনে শীতল পাটি তৈরী করা হয়। শুধু তাই নয়, বসার জন্য চাটিও তৈরি করা হয়। চাটি তৈরিতে অবশ্য মূর্তা ছাড়া, নলবাঁশও ব্যবহৃত হয় —

মূর্তার পাটি, নলর চাটি।

আবার পাটি সম্পর্কে অন্য একটি প্রবাদে আছে —

থাকতে অইল না নলর চাটি
মরলে অইর সব রঙীন পাটি।

পাটি সম্পর্কিত একাধিক প্রবাদ এই উপত্যকায় পাটির বহুল তৈয়ার ও সহজ ব্যবহারকে প্রকট করে তুলে। দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন একসময় 'পাটিয়ারা দাস' নামে এক শ্রেণি পাটি তৈয়ার করতো। তবে ইদানীং কালে দেখা যায় বরাক উপত্যকায় মুসলমান সমাজের কিছুলোকও

পাটি তৈরি ও ব্যবসায় নিয়োজিত আছেন। শীতলপাটি একসময় সুরমা উপত্যকা থেকে বাইরে রপ্তানি হতো। অচ্যুতচরণ চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায়,

''১৮৭৬-৭৭ খ্রী: শ্রীহট্ট হইতে ৩১২৮ টাকা মূল্যের পাটি রপ্তানী হইয়াছিল।

হাতির ব্যবসা ও সমগ্র উপত্যকায় একসময় বিপুল পরিমানে সম্প্রসারিত হয়েছিল। মঙ্গল থেকে হাতি ধরে এনে পোষা হতো এবং মালামাল পরিবহন ছাড়াও রপ্তানি করা হতো। হাতি অমূল্য সম্পদ। সারা খাবার পরও তার চাহিদা যথেষ্ট। - 'মরলে হাতি লাখ টেকা।' প্রতাপগড় মহাকুমার অন্তর্গত হাতিখিরা স্থান নাম থেকে অনুমিত হয় একসময় হাতির উপর থেকে 'খিরাজ' (রাজস্ব) নেওয়ার প্রচলন ছিল।

সুরমা-বরাক উপত্যকায় মাছের ব্যবসা ছিল রমরমা। বিশেষ কৈবর্ত, মাইমাল, পাটিনি সম্প্রদায় এই ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। মাছ ধরার মরশুম এলেই ধীবরের মন তাড়া করতো এবং তামাকে 'উপুড় উপুড়' দুই টান দিয়েই কর্তব্যের পথে ছুটে যেতো। প্রবাদ রচয়িতা সেই দৃশ্যকে যেন ক্যামেরাম্যানের মত তুলে ধরেছেন —

জালুয়ায় তামাক খাইন খেরর আগুন দিয়া
উপুড় উপুড় দুই টান জাল যাইতাম গিয়া।

জাল দিয়ে মাছ ধরে তার বিক্রয় করতো। অতিরিক্ত মাছ হলে শুটকি তৈরি করতো এবং সিদল বানাতো। সিদল শুটকি ছিল মানুষের মুখরোচক ও উপাদেয় আহার। একটি ছড়ায় ভাগিনা তার মামাকে বলছে —

''ওবা, ল্যাংড়া মামুজি
খাইলায় কিতা দি?''

মামা উত্তর দিচ্ছেন —

''হিদল শুটকি কল্লা মুড়ি
মার হুরইন দি।''

আবার রান্নার অন্যতম উপাদান হিসাবে শুটকি প্রবাদের জায়গা করে নিয়েছে।

মার হুরইন দি
রাইন্ছে গন্ধী তেলি বাচার হুকইনদি।

আহার্য উপাদান রূপে ব্যবহারের ফলে সুরমা-বরাক উপত্যকায় 'শুটকি সিদলের প্রচুর বিক্রয় ও রপ্তানি হতো। সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯০৩-০৪ সালে বরাক উপত্যকা সহ সুরমা উপত্যকায় প্রয় দুই লক্ষ ৪০ হাজার লোক মাছের ব্যবসার উপর সরাসরি জড়িত ছিল। এখনও বরাকের শনবিল, রাতাবাড়ি, নিলামবাজার, চাতলা, আইরংমারা, রাকেশনগর অঞ্চলে বহুলোক উক্ত মাছ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটলেও উপত্যকার আপামর জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা

সেকালে খুব একট উন্নত ছিল না। রুটি, রোজগার, অন্নসংস্থান তাদের কাছে ছিল মুখ্য —

অন্নচিন্তা চমৎকার / বস্ত্রচিন্তা নৈরকার।

অভাবের জ্বালা যে সবচেয়ে বড় তাই এখানে প্রতিফলিত। ফলে আর্থ-সামাজিক অধিকারে বঞ্চিত মানুষের কাছে প্রবাদও হয়ে উঠেছে বেদনাময় -

'অভাগার লগনে, চান যায় দক্ষিণে।'

এ হলো অভাগা বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যের নির্মম বিধিলিপি।

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদ প্রবচনে প্রতিফলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ থেকে একথা বলা যায় যে, প্রবাদের ভাষায় আপামর জনগণের মর্মান্তিক অনুভূতি যেন মৌনতার আড়ালে ঢাকা, নিঃসহায়ের করুণ আর্তনাদ যেন স্তব্ধতার পিঞ্জরে বন্দী। অন্নক্লিষ্ট অসহায় মানুষের কাছে কথার ব্যঙ্গার্থ আশা করা যায় না - তাই বাক্য রূপক হারিয়ে সহজ সারল্যে জীবন সত্যকে প্রকাশে তৎপর হয়েছে। উক্ত ছবি হলো দারিদ্র, রাঞ্চিত, শোষিত জনগণের মূর্তিমান বাস্তব ছবি - যা আজও একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

শব্দার্থ অয় - হয়

কামলা - মজুর/শ্রমিক

কাড়ারি - কাণ্ডারী

খাটাল - অন্দর

তিধি - স্ত্রী

পুয়া - পুত্র

হুকইন - শুকনো মাছ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী -

১) শশিমোহন চক্রবর্তী : শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচন, শ্রীহট্ট সম্মিলনী, কলিকাতা-২৯, ১৯৭০

২) মোহাম্মদ হানিফ পাঠান : বাংলা প্রবাদ পরিচিতি, বাংল একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

৩) উষা রঞ্জন ভট্টাচার্য : শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ওরিয়েন্টেল বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

৪) অচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, (উত্তরাংশ) সরস্বতী লাইব্রেরী, শিলচর, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ

৫) ড. বানব্রত আদিত্য : বরাক উপত্যকায় প্রচলিত প্রবাদ - প্রবচনে প্রতিফলিত জনজীবন ও সমাজ : একটি সমীক্ষা, (অপ্রকাশিত, এম, ফিল থিসিস) বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০